Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ ডিসেম্বর, ২০২২

৪৫ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২, সোমবার, ২ পৌষ, ১৪২৯

ভিভা আর্জেন্টিনা

যৌথ সমিতির জেলা সম্মেলন, রাজ্য সম্মেলন এবার বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ সমূহের পূর্ব বর্ধমান জেলা দ্বাদশ সম্মেলন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক কৃষ্ণ সাহা। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক করালী চ্যাটার্জী ও সজল রাজা। সম্মেলনে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, মহার্ঘভাতার দাবি সহ শাস্তিমূলক বদলির বিরুদ্ধে বক্তব্য উঠে আসে। সম্মেলন পরিচালনা করেন অসীম গোস্বামী, অরিন্দম বাওড়া, বিদ্যুৎ দুবেকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সন্দীপ রায় এবং অমিত সরকার। সম্মেলন থেকে তুষার ঘোষকে সভাপতি, সমীর প্রধানকে সাধারণ সম্পাদক এবং জীবন পরামানিককে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে ৬৫ জনের নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। আগামী ২১-২৩ জানুয়ারি ২০২৩ যৌথ কমিটির রাজ্য সম্মেলন বর্ধমান শহরে সফল করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২১ জানুয়ারি প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে সম্মেলন শুরু হবে। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা বিকাশ ভট্টাচার্য।

সাইবার প্রতারণার ফাঁদে এক মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বর : ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করতে গিয়ে এক মহিলা প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন। তাঁর ব্যাংকের দু'টি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক। ঘটনার কথা জানিয়ে তিনি বর্ধমান থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে প্রতারণার ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রতারকের হদিশ পেতে সব ধরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহরের কমলাকান্ত কালীবাড়ি লেনে ওই মহিলার বাড়ি। তাঁর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড ছিল। তিনি ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করার জন্য ব্যাংকের কাস্টমার কেয়ারে জানান। সেখান থেকে তাঁকে ফোন করা হবে বলে জানানো হয়। দিনকয়েক পর মহিলা একটি নম্বর থেকে ফোন পান। ট্রু-কলারে ফোনটির কাস্টমার সার্ভিস থেকে এসেছে বলে দেখা যায়। তিনি ক্রেডিট কার্ড পাকাপাকিভাবে বন্ধ করতে চান কিনা তা তাঁর কাছ থেকে জানা হয়। তিনি তাতে সম্মতি জানানোয় তাঁর কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডেবিট কার্ডের নম্বর জানতে চাওয়া হয়। তাঁর অন্য ব্যাংকের ডেবিট কার্ড আছে কিনা তাও জানতে চায় প্রতারক। তিনি অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডেবিট কার্ড রয়েছে বলে জানান। সেই নম্বর জানার পর তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হয়। মহিলার দাবি, তিনি ওটিপি বা অন্য কোনও তথ্য প্রতারকের সঙ্গে বিনিময় করেননি। কিছুক্ষণ পর তাঁর মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। তাতে তিনি জানতে পারেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। পরে ব্যাংকে গিয়ে তিনি জানতে পারেন, দু'টি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েক দফায় তাঁর ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৮৫ টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এরপরই তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এ বি টি এ-র দশম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হল বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ডিসেম্বর : শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও নৈরাজ্য মোকাবিলা করার জন্য রাজ্যজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেষ হয়েছে এবিটিএ'র ১০ম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়েই শুরু হয় সম্মেলন। দুদিন বর্ধমান সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহে দু-দিন টানা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ৮ ঘন্টা ৫০ মিনিট আলোচনা করেন ৫০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে পেশাগত, শিক্ষাগত ও সামাজিক দাবি নিয়ে ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এরমধ্যে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে, মিড-ডে মিলে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, প্যারাটিচার, ভোকেশনাল টিচারদের শিক্ষকদের মতো সমপরিমাণ বেতন দিতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমাতে হবে এবং প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাবহির্ভূত কাজে যুক্ত করা যাবে না ইত্যাদি একাধিক দাবি নিয়ে সোচ্চার ছিলেন প্রতিনিধিরা।

এদিন আলোচনার পর জবাবী ভাষণ দেন সংগঠনের রাজ্য সাধারন সম্পাদক সুকুমার পাইন। সম্মেলন থেকে ১৮৯ জনের কেন্দ্রীয় পরিষদ নির্বাচিত হয়েছে। তার মধ্যে এদিন ১৮৬ জনের নাম ঘোষিত হয়েছে বাকি ৩জনকে পরে নেওয়া হবে।

রাজ্যে বর্তমান অবস্থা, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যময় ভয়ঙ্কর যে পরিস্থিতি তার জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তন অবসম্ভাবি প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার জন্য নয়, সাধারণ মানুষের জীবনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও লড়াই সংগ্রামেও শামিল হতে হবে শিক্ষকদের। আজ বর্ধমানে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১০ম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর পবিত্র সরকার। ১৭ ডিসেম্বর সম্মেলন স্থলে সত্যপ্রিয় রায় স্মারক বক্তৃতা 'ভারতের ধর্মনিরেপেক্ষ ঐতিহ্য এবং বহুত্ববাদী

—এরপর চারের পাতায়

বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ কাটোয়ায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ ডিসেম্বর, কাটোয়া : খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্য আমরা শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরির দাবিতে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরছি। গত ১ বছরে জিনিসের দাম হয়েছে আকাশ ছোঁয়া। অথচ বিড়ি শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি এক পয়সাও। এখন আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সরকার ঘোষিত মজুরি লাগু করার দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু খিদের জ্বালা আইন মানে না, শান্ত থাকতে দেয় না। খিদে মানুষকে হিংস্র পশু করে তোলে, একথা যেন সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা মনে রাখেন —কথাগুলি বলছিলেন বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের রাজ্য নেতৃত্ব পৃথা তা, কাটোয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিড়ি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সভায়।

তিনি আরও বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার বিড়ি শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৩৪০ টাকা প্রতি হাজার। অথচ কাটোয়া শহরে বিড়ি শ্রমিকেরা গড়ে মজুরি পান তার অর্ধেকেরও কম। হাজার প্রতি ১৬০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে আরো কম। সরকার নির্বিকার, তারা মেলা-খেলা ডোল দানে ব্যস্ত।

সি.আই.টি.ইউ. অনুমোদিত বর্ধমান জেলা বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মৃণাল কর্মকার অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রতি বছর বিড়ি শ্রমিকদের গতর নিঙরানো বিড়ি শিল্প থেকে জি.এস.টি বাবদ ২৫০০ কোটি টাকা আদায় করে কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় করে না কানাকড়িও।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক নেতা বিকাশ মল্লিক। সভা থেকে প্রবীণ শ্রমিক নেতা অঞ্জন চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে ৭ জনের প্রতিনিধিদল কাটোয়া মহকুমা শাসকের কাছে তাদের চার দফা দাবি পেশ করেন। আলোচনা শেষে মহকুমা শাসক অর্চনা পি. ওয়াংখেড়ে মজুরি বৃদ্ধি সহ অন্যান্য দাবিগুলির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের কাটোয়া মহকুমা সম্পাদক সাধন দাস।

আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রয়াত হলেন আঞ্চলিক ইতিহাসবেত্তা ও পুরাতত্ত্ব মন্দির গবেষক যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। জন্মেছিলেন ১৯৪০-এর ৭ জুন, বর্ধমান জেলার ক্ষীরগ্রামে। ব্যাঙ্কের চাকরি সামলে ক্ষেত্রসমীক্ষার টানে ছুটে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেমে গ্রামান্তরে। তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজটি ছিল একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল—বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি (তিন খণ্ডে ১৯৯০, ৯১, ৯৪), যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্য (২০০৪), স্মার্ত্তরঘুনন্দন (২০০২), শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ (২০০৪), একটি বিস্মৃত রাজধানী (২০০৪), আঞ্চলিক ইতিহাস সাধনা (২০০৫), আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী (২০০৮), রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২০০৮), পদাবলীতে নিমাই সন্ন্যাস (২০০৯), শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ (২০১০), শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা (২০১০), চৈতন্য সংস্কৃতিতে কীর্তনের ভূমিকা (২০১৫), নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের ইতিহাস (২০১৬),

—এরপর চারের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ

পূর্ব বর্ধমান জেলা একাদশ সম্মেলন

মৃদুল সেন নগর
সলিল ভট্টাচার্য মঞ্চ
মলয় রায় কক্ষ

এ.বি.টি.এ হল
২৬ ডিসেম্বর, ২০২২
বর্ধমান

নতুন চিঠি

১৯ ডিসেম্বর, ২০২২

ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২২

২০ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর কাতারে অনুষ্ঠিত হল ফিফার বিশ্বকাপ ২০২২। সবকটি মহাদেশ থেকে বাছাই ৩২ দেশ চূড়ান্ত পর্বে এই বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে যোগ্যতা অর্জন করে। প্রাথমিক পর্ব, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল হয়ে ফাইনাল ম্যাচে খেলতে নামে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে মেসির আর্জেন্টিনা প্রথমে ২-০ গোলে এগিয়ে গেলেও ফ্রান্সের এমবাপের দুরন্ত খেলার সুবাদে ফল হয়ে যায় ২-২। অতিরিক্ত সময়ে আর্জেন্টিনা আবার এগিয়ে গেলেও ফ্রান্স গোল শোধ করে দেয়। পরে ট্রাইবেকারে যোগ্য দল হিসেবেই জেতে আর্জেন্টিনা। বিজয়ী দল হিসেবে কাপ আর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে সোনার বল ওঠে মেসির হাতে। ফ্রান্সের এমবাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে সোনার বুট জিতে নেন এবং শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হিসাবে সোনার গ্লাভস পান আর্জেন্টিনীয় ফুটবলার মার্টিনেজ।

কিন্তু শুধু বাসি তথ্য দিয়ে লুসেল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রোমাঞ্চকর এই খেলার মূল্যায়ন অসম্ভব। এক ফুটবলপ্রেমীর কথায়, '৮০ মিনিটের পর থেকে খেলাটা হয়ে গেছে ফ্ল্যাশ অব দি টাইটানস'। খেলার নিয়মে কেউ জিতবে—আর্জেন্টিনা জিতেছে, ইউরোপের সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিতেছে এক লাটিন আমেরিকার দেশ—তৃতীয় দুনিয়ার বিজয় ঘোষিত হয়েছে প্রথম দুনিয়ার দর্পচূর্ণ করে। কিন্তু এ বিজয়ে নেই কোনো রক্তক্ষয়, এ বিজয়ে ব্যবহৃত হয়নি কোনো মারণাস্ত্র। এ সম্মুখসমরে প্রতিস্পর্দ্ধা আছে, শত্রুতা নেই। ফ্রান্স হেরেছে, ফুটবল হারেনি। ২-০ এমনকি ৩-২ গোলে এগিয়ে গিয়েও শুধু কাপ জয়ের জন্য বল চালাচালি করে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলেনি আর্জেন্টিনা। শেষ যখন মারাদোনার আর্জেন্টিনা জেতে, ১৯৮৬ সালে, তখন মেসি মাতৃগর্ভে। আজ মধ্য তিরিশের মেসি, ২০০৬ থেকে লাতিন আমেরিকার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন উসকে দিয়ে, ৩৫ বছর বয়সে বিশ্বকাপের মতো খেলায় ৭ গোল করে মানুষের কুর্নিশ পেয়েছে। আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা আফ্রিকার দেশ মরক্কোর সেমিফাইনালে পৌঁছানো। কাতারে অনুষ্ঠিত এই ফুটবল মহাযজ্ঞ আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক। ব্রাজিল সমর্থক আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করেছে, জার্মান ফুটবলপ্রেমী রাতারাতি ফ্রান্সের ফ্যান হয়ে উঠেছে—ইসলামাবাদে আর অযোধ্যায় নীল-সাদা জার্সি গায়ে পথে নেমেছে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। এই বিভেদ ভোলানোর যাদু আছে বলেই 'সব খেলার সেরা খেলা তুমি ফুটবল'। যারা মানুষে মানুষে বিভেদ চায় তাদের সংকীর্ণতার অন্যতম দাওয়াই হতে পারে ফুটবল।

মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়

বিশ্বম্ভর মণ্ডল

চারপাশের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই ধরা যায় অধিকাংশ ক্ষমতার কেন্দ্র চায় তার সুরে তাল মেলানোর একদল বাজনদার গড়ে উঠুক। এই সহজ সরল সূত্রটি না মানলে 'ক্ষমতার কেন্দ্র' রুষ্ট হন। 'ক্ষমতার কেন্দ্র' তো থাকবেই, কিন্তু তা যদি ব্যক্তির ইমেজ বাড়াতে ব্যবহার হতে শুরু করে, তাহলে সংগঠনকে শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করানো অসম্ভবের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। এই ভাবে চলতে চলতে 'ক্ষমতার কেন্দ্র' যখন ক্ষমতাহীন হয়, 'আদর্শহীন' আর 'স্তাবক'রা সরে যায় নতুন 'ক্ষমতার কেন্দ্র'তে। 'ক্ষমতার কেন্দ্র' যদি বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে, তাহলে 'শূন্য' থেকেও আবার বিপুলায়তন দল গড়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। 'ক্ষমতার কেন্দ্র' তার চারপাশে শুধু 'ইয়েস ম্যান' নিয়ে গড়ে উঠলে দল আরো ছোট বৃত্তে ঢুকে যেতে পারে। সাময়িকভাবে হলেও চারদিকে একটা 'হতাশা ব্রিগেড' তৈরি হতে পারে। 'ক্ষমতার কেন্দ্র' যদি তার সিড়িটাকে ভুলে যায় তাহলে নিঃশব্দে শুরু হয়ে যায় অধঃপতন। কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আমলা আর স্তাবক গোত্রীয় মানুষদের হাতে। 'ক্ষমতা'কে ঘিরে থাকা ভিড়কে টপকে প্রকৃত সত্যটা তাঁদের কানে পৌছে দেওয়া যায় না অনেক সময়েই। তাই দিনের পর দিন চলে যায়, ক্ষমতার কেন্দ্রের ধরন বদলায় না। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকলে বৃহত্তর বিবেচনায় বলা যায় যে, আসলে বঞ্চিত হয় দেশের মানুষ, দেশের রাজনীতি, দেশের অর্থনীতি সব কিছু। মেঠো মানুষের ভোটে জিতে এসে 'প্রসাধনী চাকচিক্যে'র মানুষের ফাঁদে আটকে গেলে বুঝতে হবে ভুল পথে হাঁটা শুরু হয়েছে। এই সময় অনেক কিছু কেড়ে নিচ্ছে এটা যেমন সত্যি, আবার এটাও সত্যি যে ভবিষ্যতের নাবিকদের এই সময়ের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি জলে যাবে না। 'মানুষ চেনার যন্ত্রটা' যদি প্রাচীন আর ভোঁতা হয়ে যায়, যা পরিণতি হবার কথা তাই হয়। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার এই সময়টাকে 'বন্ধু চেনার, বন্ধু বাছার আর বন্ধু রক্ষার' শিক্ষার মূল্যবান সময়ে পরিণত করাই যায়। কারণ ক্ষমতার কেন্দ্রকে নরকের কীটের মত নিকৃষ্ট মানুষরা অতি দ্রুত ঘিরে ফেলে। এই ফাঁদ চিনতে পারেন না অনেক বিচক্ষণরাও অনেক সময়। 'স্তুতি ও তোয়াজ' অস্বীকার করার হিম্মত সবার থাকে না।

দীর্ঘ ও কঠিন পথের যাত্রায় সবাই শেষ স্টেশন পর্যন্ত যাবেন না। পথে চলতে চলতে মাঝখানে অনেক অনেক স্টেশন আসবে, কত মানুষ উঠবেন, নেমেও যাবেন অনেকে। কখনো ভিড় খুব বেড়ে যাবে, কখনো ভিড় এত হাল্কা হয়ে আসবে যে হতবুদ্ধি ভাব আসতে পারে আর ওই ট্রেনে বসে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে কিনা। কেউ কেউ ভাববেন বা ভাবানোর চেষ্টা করবেন ট্রেনটা আদৌ ঠিকঠাক চলছেই না। গাড়ির চালকের আসনে যারা সামনে থাকবেন আর একেবারে পেছনে 'গার্ড' যারা থাকবেন তাদের ভূমিকা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এদের যত্নে, আদরে, সাবধানতায়, আগলে রাখার রণনীতি ও কৌশলে যাত্রীদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকাটাও জরুরি। তাহলেই ক্ষমতার মধু সন্ধানী, ভোগবিলাসী, বাক্‌পটু, সুযোগ-সন্ধানীরা পিছু হটতে শুরু করবে, নচেৎ নয়। ভিড়ের সময়ে যাদের অনেককেই হয়ত খেয়াল রাখা হয়নি, শত অযত্ন, অবহেলা সত্ত্বেও যারা থেকে গেছে যাত্রাপথের সঙ্গী হয়ে—তারা ভালোবেসেছে আদর্শটাকে। আদর্শের প্রতি আস্থাটা প্রকাশ্যে ঘোষণায় দ্বিধাবোধ করে না এই মানুষগুলো আজও। এই নিঃস্বার্থ মানুষগুলোকে জড়ো করার কাজটা এই সময়ের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। ''শুধু বেঁচে বর্তে থাকাই তো একজন মানুষের অন্বিষ্ট নয়। .. সারা জীবন ধরে তাকে রাস্তার পর রাস্তা হাঁটতে হয়। আর শুধুই কি রাস্তা হাঁটা? অর্ধেক জীবন তো তার পায়ের নিচে কোনো মাটিই থাকে না। .. চারদিকের নরকের মধ্যেও মানুষ তাই স্বপ্ন দেখে। তখন, স্বয়ং মৃত্যু এসেও যদি তার সামনে দাঁড়ায়—সে তাকে সহজে পথ ছেড়ে দেয় না। প্রশ্ন করে''[১]। মাঠটাকে বড়ো করে খেলা শেখাটাও এই সময়ের কাজ। কিছু মানুষ থেকেই যান যারা ফেলে আসা সময়কে অসম্মানিত করেন না, অতীতকে 'অচেনা'র ভঙ্গিতে পাশ কাটাতে যারা শেখেননি। তারা আবার তিল তিল করে গড়ে তোলার কাজে মেতে থাকেন। 'চাওয়া-পাওয়া'র ঊর্ধে থাকা এইসব মানুষরাই ইমারত গড়ে তোলেন চিরকাল। 'জন্মভূমি আজ' কবিতার লাইনগুলো এই সময়ের 'কাজ' হয়ে উঠুক—''একবার মাটির দিকে তাকাও / একবার মানুষের দিকে।/ এখনো রাত শেষ হয় নি; / অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর / কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিঃশ্বাস নিতে পারছো না। / মাথার ওপর একটা ভয়ংকর কালো আকাশ / এখনো বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে বসে আছে। / তুমি যেভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও / আর আকাশের ভয়ংকরকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও / তুমি ভয় পাও নি। / মাটি তো আগুনের মত হবেই / যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো / যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও / তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি। / যে মানুষ গান গাইতে জানে না। /যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়। / তুমি মাটির দিকে তাকাও, সে প্রতীক্ষা করছে, / তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়''।[২]

তথ্যসূত্র ঃ ১, ২ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৯, পৃ-৮

আবাস যোজনায় তৃণমূলের স্বজনপোষণ মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৫ ডিসেম্বর : অনেক টালবাহানার পর কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অর্থ বরাদ্দ করল। যদিও জুড়ে দেওয়া হয়েছে অনেক শর্ত। আর সেই মতো প্রশাসনিক তৎপরতার সাথে চলছে সমীক্ষা আর তাতেই ধরা পড়েছে জেলায় জেলায় একাধিক দুর্নীতি। মেমারি বাগিলা ও নিমো-২ পঞ্চায়েতে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের তালিকায় একাধিক এমন সব ব্যক্তির নাম আছে যাদের পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে মোটর বাইক গাড়িও রয়েছে।

মহকুমা শাসক দক্ষিণ কৃষ্ণেন্দুকুমার মণ্ডল এবং এসডিপিও বর্ধমান সদর দক্ষিণ সুপ্রভাত চক্রবর্তী যৌথভাবে পরিদর্শন করেন মেমারি এক ব্লকের বাগিলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা। লিস্ট অনুযায়ী খতিয়ে দেখেন উপভোক্তাদের বাড়ি। লিস্টে দেখা যায় বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা জিন্নাতারা বেগম সেখ, এবং তার স্বামী সেখ গিয়াস উদ্দীনের নাম রয়েছে। তাদের পাকা বাড়িও রয়েছে।

অন্যদিকে নিমো-২ পঞ্চায়েতে ৪৩ জন উপভোক্তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি বাড়ি পাকা। মোটর সাইকেল, গাড়ি সবই আছে। মহকুমা শাসক বর্ধমান সদর দক্ষিণ কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল বলেন, ''পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুটি ভাগে বিভিন্ন ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় লিস্ট অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার পর, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন মহকুমা শাসক কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল।''

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আদৌও কারা ঘর পাবে আর কারা পাবে না। পুলিশই এখন তৃণমূল দল চালাচ্ছে।

অন্যদিকে সিপিআই(এম) মেমারি এক পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার বলেন, ''আমরা প্রতিনিয়ত অভিযোগ করে এসেছি, ব্লকে ব্লকে ডেপুটেশন ও দেওয়া হয়েছে, পঞ্চায়েতে স্বজন পোষণের রাজনীতি হয়। এবার তা ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসছে।

পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক বর্ধমান সদর দক্ষিণ কৃষ্ণেন্দু কুমার মণ্ডল, বিডিও ড. আলি মহঃ ওয়ালিউল্লাহ এসডিপিও বর্ধমান সদর দক্ষিণ সুপ্রভাত চক্রবর্তী, মেমারি থানার ওসি সুদীপ্ত মুখার্জী।

স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েতগুলো দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে। প্রথমে ১০০ দিনের কাজের দুর্নীতি আর এখন আবাস যোজনায় স্বজনপোষণের দুর্নীতি। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট মানুষ এর জবার নিশ্চিতভাবে দেবে।

সামাজিক ন্যায় মঞ্চের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ ডিসেম্বর : তপশিল জাতি ও ওবিসিভুক্ত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়ে কালনা মছুরা খাতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলন। পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের কালনা শহর শাখার প্রথম সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি কার্তিক বাগ। ৭০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ করা এই সম্মেলনের প্রতিবেদন পেশ করেন তাপস দাস। প্রতিবেদনের উপর গঠনমূলক আলোচনা করেন কিশোর মাঝি, সুজয় সাহা, শর্মিষ্ঠা নাগ, নীরব খাঁ প্রমুখ। এই সম্মেলন থেকে কিশোর মাঝিকে সম্পাদক, প্রতিমা মণ্ডলকে সভাপতি এবং অনুকুল বিশ্বাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৪ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের শেষে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ-সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক তমাল মাঝি।

লেখক শিল্পী সংঘের বর্ধমান সদর সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ বর্ধমান সদর আঞ্চলিক কমিটির ষষ্ঠ সম্মেলন আজ বিজয়রাম শ্রমিক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তম কর্মকার। সম্মেলনে ৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৮ জন। গান, আবৃত্তি, কবিতাপাঠ-এর মধ্যে দিয়ে সম্মেলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সম্মেলন থেকে নন্তু কুমার মণ্ডলকে সম্পাদক, সভাপতি গোপাল দে, মদনমোহন চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়।

বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ ডিসেম্বর : মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রা হয়। পদযাত্রার শুরুর আগে স্কুল প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রসিকলাল বিষয়ীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা অগাস্ট মাসে হয়েছে। পদযাত্রা শুরুর আগে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চন্দ্রা চ্যাটার্জী। পদযাত্রা মেমারি শহর পরিক্রমা করে পৌরসভার গেটের সামনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয় এরপর পদযাত্রা মেমারি নতুন বাসস্ট্যান্ডে এসে সেখানেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে পদযাত্রা স্কুলে এসে শেষ হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জানান, ৭৫ বছর পূর্তির মূল অনুষ্ঠান ১৯-২০ ডিসেম্বর পালিত হবে স্কুল প্রাঙ্গণের নতুন মঞ্চে।

মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকীকরণে যে কাজ করতে হবে

অতনু হুই

যুক্তির জন্ম হয় মুক্ত চিন্তার আবহে। তেমনি চিন্তার মুক্তি ঘটে অযৌক্তিকতার বিনাশ সাধনের মধ্যে দিয়ে। চিন্তা বস্তু-নিরপেক্ষ নয়। কাজেই চিন্তার মুক্তি এবং মুক্তচিন্তার পারস্পরিকতায় যুক্তির নির্মাণ হয় বস্তুগত শর্তে। হাজার হাজার বছরের দার্শনিকদের সামগ্রিক এমন চিন্তা চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি—মার্কসীয় দর্শন। যা বহুশত দার্শনিকদের নানাবিধ গ্রহণীয় ও বর্জনীয় চিন্তার মিলিত ফল।

মূলতঃ আমরা যখন দর্শন চর্চা করি, তা প্রধানত করি জ্ঞান আহরণের জন্য। কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম জানিয়ে দিলেন—দার্শনিকরা জগৎটাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু যদি তা পাল্টানো না যায় তাহলে এমন জ্ঞান চর্চা বৃথা।

তবে সমাজবদলের এমন অভিমুখে দার্শনিক চর্চা সর্বদা হয় না। কাজেই দার্শনিকরা যা ভাবছেন, যাদের জন্য ভাবছেন, বিপরীতে সেই মানুষেরা কী ভাবছেন, কীভাবে ভাবছেন এর মধ্যে বিস্তর ফারাক থেকে যায়। মার্কসীয় দর্শন সেই ফারাক কমিয়ে, তাকে মেলানোর কাজে সর্বাধিক কার্যকরী দর্শন হিসাবে গড়ে উঠেছে।

তাই মার্কসীয় দর্শনচিন্তা, যা শ্রমজীবীদের মুক্তি ঘটিয়ে শোষণহীন, শাসনহীন এক মুক্ত ব্যবস্থার দিক নির্দেশ করে, সেই চিন্তা এমনি এমনি দানা বাঁধে না। থাকতে হয় বস্তুগত পূর্বশর্ত। বাইরে থেকে যাদের জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সেই বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে যেতে হয়। এখানেই মার্কসবাদী দর্শনের প্রয়োগের ক্ষেত্রটি উন্মোচিত হয়। প্রয়োজন হয়ে ওঠে তার প্রয়োগকারী বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির। তাই মার্কসবাদ প্রয়োগের দর্শন, বিপ্লবী কর্মের এক দিক্‌নির্দেশ।

কার্ল মার্কস তাঁর দার্শনিক চিন্তার সমগ্র ক্ষেত্রজুড়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবিতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, পুঁজি, তার রক্তচোষা চেহারা, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, সর্বক্ষেত্রে মার্কস ধণতন্ত্রের সমালোচনার আলোয় সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতাকে প্রকাশ্যে এনেছেন। আজও পৃথিবীব্যপী মার্কস বর্ণিত ধনতান্ত্রিক শোষণরীতিগুলির নির্মমতার স্পষ্ট রূপ যত প্রতিভাত হয়েছে, তা দেশে দেশে মনুষ্য সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশ্চিতিকরণের দিকে ধাবিত করেছে।

কার্ল মার্কসের রচনায় পুঁজিবাদ উত্তর সমাজব্যবস্থার দীর্ঘ সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে না। যদিও এঙ্গেলসের লেখায় তা অনেকখানি মেলে। আসলে মার্কস-এঙ্গেলসের পক্ষে তখন তা সম্ভব ছিল না। কারণ—তাঁদের সময় ধনতন্ত্রের সেই পর্যায়ে বিকাশ ঘটেনি। কার্যত ধনতন্ত্র তখন ছিলো—প্রাথমিক পর্যায়ে।

মার্কস-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ইস্তাহারে—আদিম সাম্যবাদী সমাজ, কল্প সাম্যবাদী সমাজ, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী সমাজের পরিচয় মেলে। তাছাড়া মার্কসের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত থেকে যাওয়া, পরে এঙ্গেলস যা প্রকাশ করেন, সেই 'ক্রিটিক অব দ্য গোথা প্রোগ্রাম'-এ সমাজতন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে মার্কসের চিন্তার পরিচয় মেলে। সেখানে সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ। সেখানে চাহিদা বন্টনের নীতি কী হবে? সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির নিরসন কিভাবে হবে? এসব নিয়ে কিছু আলোচনা রয়েছে।

মার্কসের রচনাবলীকে যদি দুভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম পর্ব—ধনতন্ত্রের সমালোচনার পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব—সাম্যবাদী ভাবনার পর্ব। যদি দুই পর্বের রচনার অনুপাত করা যায়-তাহলে প্রথম পর্ব অপেক্ষা দ্বিতীয় পর্ব সামান্যই। কিন্তু এই স্বল্প চিন্তাই ধনতন্ত্রের নির্মমতার মার্কসীয় ধারাবিবরণীতে স্ফুলিঙ্গ হয়ে এতই শক্তিশালী ও জীবন্ত হয়ে ওঠে যে, তা মানুষের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। দেশে দেশে মেহনতি শ্রমিকশ্রেণি সমাজতন্ত্রের পথে ধাবিত হয় তখন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছায়।

মার্কস-উত্তর পৃথিবীতে লেনিনের আগে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সেভাবে সফল হয়নি। আবার লেনিন এই সাফল্য এনেছিলেন অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ দেশে ধনতন্ত্রের দুর্বল শৃঙ্খলে আঘাত করে। এই ঘটনা মার্কসের-উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিপ্লব সংগঠিত হবে, এই অনুমানের সঙ্গে মেলে না। সেই অর্থে লেনিন ছিলেন মার্কসবাদের সর্বপ্রথম সফল সৃজনশীল প্রয়োগকারী। কারণ—মার্কসবাদ এক চলমান বিজ্ঞান। সেই চলমানতার আধারে সামাজিক দ্বন্দ্বকে সুনির্দিষ্ট ভাবে নিজ দেশে প্রয়োগ করে সাফল্য পেয়েছিলেন লেনিন।

লেনিনই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের প্রধান নীতিগুলি কী হবে, তার রাষ্ট্র কাঠামো কেমন হবে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদন, বন্টনের নীতি কী রকম থাকবে—এসব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাই লেনিনবাদ হয়ে উঠেছে—'সাম্রাজ্যবাদের যুগে মার্কসবাদ'। কাজেই সাম্যবাদী চিন্তা যুগে যুগে নতুন নতুন ভাবনায় প্রাণিত হয়ে অভিনব ভাবে মার্কসবাদকে সমৃদ্ধ করেছে। লেনিন ছিলেন তার অন্যতম প্রধান পথ- প্রদর্শক।

কিন্তু আজ পৃথিবী 'পুঁজি' গ্রন্থ প্রকাশকাল থেকে ১৫০ বছর এবং 'নভেম্বর বিপ্লব' তথা লেনিন যুগ থেকে ১০০ বছর পথ পেরিয়ে এসেছে। এই সময়ের মধ্যে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের নব নব বিকাশ ঘটেছে। পুঁজি স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছে। কাজেই ধনতন্ত্রকে বুঝতে আজকের সময় মার্কসবাদী চিন্তার নতুন নতুন ব্যাখ্যা ও সূত্রগুলিকে চিহ্নিত করতেই হবে। মার্কস—ক্যাপিট্যালের বিস্তৃত ধারণা দিয়ে গেছেন। লেনিন—ফিনান্স-ক্যাপিটাল পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আজকের সময়ে ক্যাপিটাল ট্রান্স-ন্যাশনাল, কর্পোরেট ক্যাপিটাল হয়ে ক্রোনি ক্যাপিটালের চেহারা নিয়েছে। ইতিমধ্যে চলে এসেছে ক্রিপ্টোকারেন্সির ধারণা। আমরা এগুলো আজ কেউ অগ্রাহ্য করতে পারি না।

তাই আজকের সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে মূর্ত, প্রাসঙ্গিক করে রাখতে হলে এই সময়ে চালু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনা, এবং বিশ্ব পুঁজির এই গভীর ত্রাসের মধ্যেই তার অভ্যন্তরের দুর্বলতাগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। নতুন ধারার সমালোচনার ভাষ্য নির্মাণের মাধ্যমে মার্কসবাদকে প্রাসঙ্গিক ও সমাজতন্ত্র-ভাবনাকে সাময়িক করে রাখতে হবে। নচেৎ আজকের প্রজন্মের নতুন মানুষের কাছে এগুলো অতীত ভাবনা, আজ এসব কিছু ইতিহাস বলে প্রতিভাত হবে।

কাজেই বিশ্বজুড়ে মার্কসবাদী তত্ত্ব নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে কাজ চলেছে তাকে স্বাগত জানাতেই হয়। তার একতরফা সমালোচনা না করে বরং মার্কসবাদের চলমানতার আধারে তাকে দেখা প্রয়োজন। নতুন নতুন চিন্তক, এবং তাঁদের বর্তমান দার্শনিক ভাবনাগুলিকে নস্যাৎ করে দেবার আগে ভাবতে হবে মার্সবাদকে প্রাসঙ্গিক, জীবন্ত ও সাময়িক করে রাখার কাজে আমরা কীভাবে তাঁদের ভাবনাগুলির সবটা নাকচ না করে তার নির্যাসে সম্পৃক্ত হয়ে মার্কসীয় তাত্ত্বিক চলমান বিজ্ঞানের প্রতি আরো যত্নবান হতে পারি।

এ প্রসঙ্গে এযাবৎ চিহ্নিত বিশ্বজুড়ে ক্রিয়াশীল, মৌল দ্বন্দ্বগুলির আধারে আমদের আজকের ধনতন্ত্রকে আঘাত করার নতুন নতুন কৌশল ও ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। প্রধান দ্বন্দ্ব, অপ্রধান দ্বন্দ্ব, বৈরী বা অবৈরী দ্বন্দ্ব সব কিছুর মধ্যেই নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

মার্কস বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী সমাজের কথা বলতে গিয়ে নিশ্চিত করেন—আদিম সাম্যবাদী সমাজে যেমন রাষ্ট্র ছিল না, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে তেমনই রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকবে না। তাঁর ভাবনায় রাষ্ট্র নিজে থেকেই মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তিনি এও বলেছেন রাষ্ট্র উবে গেলেও বিকাশের প্রধান শর্ত—দ্বন্দ্ব কিন্তু থেকে যাবে। তাহলে সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণি দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে গেলে তখন কোন দ্বন্দ্ব প্রাধান্য পাবে? ভাবতে গিয়ে মার্কস বলেছেন—তখন সমগ্র মানব সমাজের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকবে। এবং সেটাই সেই সমাজ বিকাশের কেন্দ্রে থাকবে।

এই আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়—আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে অপরাপর সকল সমাজে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব সুপ্ত অথবা প্রকাশ্য থেকেই গেছে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বন্দ্ব ক্রমশ হয় বৃদ্ধি পেয়েছে বা সক্রিয় থেকেছে। নতুবা তাকে অগ্রাহ্য বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ ভোগবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের লোভ-লালসা প্রকৃতির উপর একতরফা যে আঘাত নামিয়ে এনেছে তার পরিণতি বিশ্বমানবতার পক্ষে ভালো হচ্ছে না।

বিশেষত পুঁজিবাদী সমাজের নির্মম শোষণের কারণে, প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠন আজ পরিবেশ ও বন্যপ্রাণের সামনে ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। পরিবেশ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হিমবাহ গলে যেতে শুরু করেছে, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পেয়ে বিশ্বব্যাপী নিচু দ্বীপাঞ্চলগুলি নিমজ্জিত হওয়া শুরু হয়েছে। ধনীদের স্বার্থে তথাকথিত উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন উচ্ছেদ হচ্ছেন। একবগ্গা লুণ্ঠনের কারণে—সাইক্লোন, সুনামি, বন্যা, ধ্বস, ভূমিকম্প, পানীয় জলের হাহাকার, নতুন নতুন মহামারি সহ বহু অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতদরিদ্র চালচুলোহীন উদ্বাস্তু মানুষের বিশ্বব্যাপী স্রোত ও মৃত্যুমিছিলকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত করেছে।

একইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ থেকে দেশে দেশান্তরী হচ্ছেন-মানুষের উপর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি বলপূর্বক নির্মম যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার কারণে। সম্পদ ও প্রযুক্তি, মেধাশক্তি প্রতিদিন যেভাবে ব্যক্তিগতস্তরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে, তাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পদ, ভোগ, ব্যয়ের তফাৎ আসমান-জমিন ফারাক তৈরি করেছে। এর কারণে সব অংশের সাধারণ মানুষ সামান্য বেঁচেবর্তে থাকার বা রুটিরুজির নিশ্চয়তার স্তর থেকে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছেন। ক্ষুধা নিরাময়ের জন্য গরিব মানুষের দেশান্তরী হবার ঘটনা নিয়মিত হয়ে গেছে। কাজেই পুঁজির এই সর্বগ্রাসী বিশ্বশক্তির চেহারার অভ্যন্তরেই তার শত্রুর অস্তিত্বকে চিহ্নিত করতে হবে। দ্বান্দ্বিক ভাবে বিরাজমান সেই দুর্বল গ্রন্থিতে আঘাত হানার অগ্রাধিকারের কাজ আমাদের বুঝতে হবে। মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকীকরণে তা জরুরি।

লেনিন এভাবেই পশ্চাৎপদ রাশিয়ার ধনবাদের দুর্বল শৃঙ্খলে আঘাত করে সমাজতন্ত্র নির্মাণে অভিনব সাফল্য পেয়েছিলেন। আজ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব পরিবেশের উপর যে প্রভাব ফেলেছে, দেশ কাল নির্বিশেষে মনুষ্য প্রতিক্রিয়াকে তার বুঝে নিতে হবে। সঠিকভাবে এ প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে পারলে হয়তো মার্কসবাদকে এই সময়ে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক রাখার কাজ সহজতর হবে। বিপ্লবের প্রাক্‌কালে লেনিন-উত্থাপিত 'শান্তি-জমি ও রুটি'র মতো সামান্য একটি মাত্র শ্লোগান মানুষকে জাটিঙ্গার পাখির মতো টেনে আনতে পেরেছিল রাশিয়ার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে। ঠিক সেইভাবে আজকে পরিবেশ রক্ষা তথা জীবন জীবিকা রক্ষার প্রশ্নটিকে সামনে এনে মার্কসবাদ প্রয়োগের কাজকে সহজ থেকে সহজতর করা সম্ভব কি না ভাবতে হবে। নতুন নতুন অভিনব ক্ষেত্রগুলিকে বোধের মধ্যে রাখার লেনিনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের। ভিত্তি, উপরিকাঠামো বা উভয়ের সমন্বয় কখন কোনটা সমাজে প্রাধান্য করবে এটা বুঝতে পারাই আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রধান কাজ।

আজ পৃথিবীব্যাপী 'গৃহীত বনাম বর্জিতদের' এই সময়ের দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে। ধনবাদী ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সহ যাবতীয় উপকরণ সামগ্রী, সব মানুষের মঙ্গলে ব্যবহার না করে তাকে কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছে। অল্প সংখ্যক মানুষ তার সুবিধা নিয়ে সমাজের বৃহৎ অংশকে এসব থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলি বাধ্য ছেলের মতো রাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থা ও আইনকে বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের লুটের মৃগয়া-ক্ষেত্রের স্বার্থে বদল করছে প্রতিদিন। তাই এযাবৎ চিহ্নিত বিশ্বের মূল মার্কসীয় দ্বন্দ্বগুলির সঙ্গে আজকের এই সংকটগুলিকে যদি মার্কসবাদী বিশ্ববীক্ষায় মানুষের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা না যায় তাহলে মানুষ এই দর্শনে আকর্ষিত হবে কী ভাবে? নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমেই মানুষকে লড়াইয়ের ময়দানে টেনে আনতে হবে নিশ্চিত ভাবে। এর মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারণাকে প্রাসঙ্গিক, জীবন্ত ও সমসাময়িক করে রাখার কাজ আমরা সহজে করতে পারবো। যা ১৫০ বছরের পুরাতন 'পুঁজি' গ্রন্থ বা ১০০ বছর পেরিয়ে আসা 'নভেম্বর বিপ্লব'-এর কথা আজকের সংকট বোঝাতে উদাহরণ হিসাবে মানুষের কাছে প্রয়োজন ব্যতীত জীবন্ত করে তোলার আর দরকার হবে না। আজও মার্কসবাদ কেন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক তা নব প্রজন্মের কাছে মূর্ত হয়ে ধরা দেবে সমসায়িকীকরণের মাধ্যমে। এই সময় তাই নতুন নতুন ভাবনাগুলিকে স্বাগত জানাতেই হবে। এটা সময়ে দাবি। ভাবতে হবে সকলকে।

নাড়া পোড়ানো বন্ধে প্রচার অভিযান চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৭ ডিসেম্বর : ধান কাটার পর ধান গাছের গোড়া ও মেসিনে ধান কাটার ফলে যে বিশাল পরিমাণ পোয়াল অবশিষ্ট থাকে তা একটি মাত্র দেশলাই কাঠি বা লাইটারের একটি মাত্র স্পার্কেই, বলতে গেলে একেবারে নিখরচায় জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। গত একমাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চে-র পক্ষ থেকে জেলার বিভিন্ন অংশে এর দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতির বিষয়ে কৃষকদের অবহিতকরণ প্রচার চলছে। মেমারি এলাকায় প্রচার সত্ত্বেও কলানবগ্রামের কৃষক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। ভাতাড়ে খাস ধান সমেত পালুই পোড়ার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। গলসী, আদড়াহাটি, খানো, মানকর, বর্ধমান সদর-১ প্রভৃতি এলাকায় মাঠে নেমে কৃষকদের বুঝিয়ে, লিফলেট বিলি করে, চেষ্ট-প্ল্যাকার্ড বেঁধে মেলায় ঘুরে ও সর্বোপরি গাড়ি বা টোটোতে মাইক বেঁধে প্রচার, পথসভা করেও এ'বছর এটা সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাচ্ছে না। বিজ্ঞানকর্মীরা কৃষকদের বোঝাতে গেলে বলছেন এবার বোরোর জল দেবে, জমি তৈরি করতে এ'ছাড়া বিকল্প কি আছে বলুন। চাষি তো চাষের উপাদান কিনতে ছাগল, ধান বিক্রি করতে পাগল। সরকার যদি দায়িত্ব নেন তাহলে আমরা জেনে শুনে বিষ পান করবো কেন। জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে কৃষি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ডিকম্পোজারের প্রয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাষিদের কাছে তা পৌঁছে দেবার আবেদন জানানো হয়, যাতে ঐ পোয়ালকে জৈবসারে পরিণত করা যায়, যৌথ প্রচারের প্রস্তাব দেওয়া হয়।

কিন্তু কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া আগে কিছুটা পাওয়া গেলেও এখন তা আর পাওয়া যাচ্ছে না, কিছু ব্যানার টাঙিয়ে দায়সারা হচ্ছে; কতজন চাষি এটা পড়ছেন ও তা মানছেন তা তো ফলেনো পরিচয়তেঃ। জমির নাড়া ও পোয়াল পোড়া মানে কৃষকের বন্ধু কেঁচোসহ অসংখ্য অদৃশ্য বন্ধু পোকার সঙ্গে উপকারী জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করা, মাটির জল বাষ্প হয়ে উবে গেলে মাটি আর মাটি থাকে না,ঢিলে পরিণত হয়, বছরের পর বছর এই পোড়ানোর কাজ চলতে থাকলে মাটি হয়ে যাবে বন্ধ্যা-কৃষি বিজ্ঞানীদের এটাই মত। তাই সংশ্লিষ্ট সকলকেই এর সমাধানের রাস্তা বের করতেই হবে বলে জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের আবেদন।

অপবিজ্ঞান বাড়ছে, ঝাড়ফুঁক করে যৌন নির্যাতন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৬ ডিসেম্বর : ঝাড়ফুঁক করার অছিলায় দুই বোনের উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মেমারি থানার পুলিস। ধৃতের নাম শ্যামসুন্দর সিং, করন্দায় তার বাড়ি। সে পেশায় দিনমজুর। ১৫ ডিসেম্বর রাতে পালশিট মোড় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বর্ধমানের পকসো আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতকে ৩ দিন পুলিসি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন পকসো আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক। ধৃতের মেডিকেল পরীক্ষা করানোর জন্য আবেদন জানান তদন্তকারী অফিসার। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের ফরেন্সিক স্টেট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন পকসো আদালতের বিচারক। এদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দুই নির্যাতিতা ও তাদের মায়ের গোপন জবানবন্দি নথিভুক্ত করায় পুলিস।

পুলিস জানিয়েছে, করন্দাতেই দুই বোনের বাড়ি। তাদের বাবা-মা পেশায় দিনমজুর। বড় বোন স্থানীয় স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। শ্যামসুন্দর দিনমজুরের কাজ করার পাশাপাশি ঝাড়ফুঁকও করে। অন্যান্য দিনের মতো দুই নাবালিকার মা ও বাবা মাঠে কাজ করতে বেরিয়ে যান। সকাল ৯টা নাগাদ ঝাড়ফুঁক করার অছিলায় শ্যামসুন্দর নাবালিকাদের বাড়িতে আসে। এরপর ঝাড়ফুঁক করার নামে বড় বোনের উপর যৌন নির্যাতন চালায় সে। এর আগেও সে ঝাড়ফুঁক করার অছিলায় বাড়িতে এসে নাবালিকা ও তার বোনের শ্লীলতাহানি করে এবং তাদের উপর যৌন নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ। বাড়ি ফেরার পর বড় বোন বিষয়টি তার মাকে জানায়। ছোট বোনের উপর নির্যাতনের কথাও সে মাকে বলে। এরপরই তাদের মা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

১৯ ডিসেম্বর প্রয়াত অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের প্রয়াণ দিবস। প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে ৩০ হাজার টাকা তুলে দেন প্রয়াত কল্যাণ ভট্টাচার্যের সহধর্মিনী অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সেবা সমিতির সভাপতি ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যাল, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ধীরেন সুর প্রমুখ।

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর : ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির ১৪তম সম্মেলন বর্ধমান শহরে কর্মচারী ভবনে হয়। সভা পরিচালনা করেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা সুজিত নন্দী, অজয় দাস প্রমুখ। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক বিইএফ (পশ্চিমবঙ্গ) জয়দেব দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রভাস পাল। ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক করালী চ্যাটার্জী, সজল রাজা প্রমুখ। সম্মেলন থেকে সভাপতি অমর মণ্ডল, সম্পাদক হারাধন মান্ডি, কোষাধ্যক্ষ শ্রাবণী ঘোষ নির্বাচিত হন। ১০ জনের কমিটি গঠিত হয়।

মিউনিসিপ্যাল পেনশনার্স সমিতির ইউনিট কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর : বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল পেনশনার্স সমিতির ইউনিট কনভেনশন হয়ে গেল আজ বর্ধমানে। কনভেনশনে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সি.আই.টি.ইউ-র পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম ও তরুণ রায়। ১৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। ১৫ জনের নতুন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন সমীরচন্দ্র দাস ও মণিরুজ্জামান চৌধুরী

সাংবাদিক সঞ্জিত সেন-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৭ ডিসেম্বর : ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সঞ্জিত সেন-এর জীবনাবসান হয়। আজ তাঁর মরদেহ তাঁর বাড়ি হয়ে প্রেস কর্ণারে নিয়ে আসা হয়। তাঁর মৃত্যুতে বর্ধমানের সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। সহকর্মী ও বন্ধুরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২ বছর আগে তার চ্যানেল বন্ধ হয়। সম্প্রতি অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নতুন চিঠির ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

সিপিআই(এম) সদস্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১২ ডিসেম্বর : আজ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হয়েছেন সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির রায়ান-১ অঞ্চলের রায়ান-৩ শাখার সদস্য তাপস বাগ (৫৩)।

মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর উপস্থিত হন জেলা নেতৃত্ব মহবুব আলম, সদর-১ এরিয়ার নেতৃত্ব অশোক ঘোষ, মৃণাল কর্মকার, শ্রীকান্ত ঘোষ, শেখ সালালউদ্দিন, চণ্ডীচরণ লেট, চন্দন সোম, সুব্রত ভট্টাচার্য্য এবং রায়ান অঞ্চলের শাখাগুলি থেকে শাখা সম্পাদক ও সদস্যরা। উপস্থিত হন অসংখ্য গুণমুগ্ধ সাধারণ মানুষ। প্রয়াত তাপস ব্যাগের মৃতদেহে সিপিআই(এম)-এর পতাকা এবং ফুল মালা দিয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

—প্রথম পাতার পর

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী প্রয়াত

বর্ধমান জেলার পুরাকীর্তি (২০১৯) ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭টি, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল জাল প্রতাপচাঁদ। তিনি নতুন চিঠি শারদ সংখ্যায় প্রায় নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে 'নতুন চিঠি' পরিবার। বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি।

পাখি-চোখ-৬

রত্না রশীদ

পারিবারিক উৎসব

অগ্রাণ মাস চলছে। স্বাভাবিকভাবেই টেবিলে বিয়ের কার্ডের স্তূপ। বুড়ো হয়েছি কিন্তু বনবাসে যাইনি নিয়মমতো। ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক—তিন মাসের যত জমে থাকা বিয়ে হুড়হুড় করে টেবিলে এসে বসেছে। বড়ো বিচিত্র সব সুশোভনীয় আমন্ত্রণলিপি। বেশিরভাগ বাংলা আর ইংরিজি লিপি, কয়েকটায় হিন্দিও দেখলাম। দিনে দিনে বিয়ের কার্ডও কতো রূপ বদলেছে। একেকটা কার্ডের দামই ১৫০/২০০ টাকা। আমাদের সারদিনের সংসার খরচ। এ কার্ড বাড়িতে রাখি কোথায়? ফেলা তো যায়ই না। এতো সুন্দর কারুকাজ করা! আবার পাত্র-পাত্রীর ছবি সমেত বিয়ের কার্ড! কী করে যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে সেই কার্ড রেখে দেওয়া সম্ভব!

আগেকার দিনে লাল কিম্বা হলুদ রঙের প্রজাপতি বা শাঁখ বা গাছকৌটোর ছবি দেওয়া দুভাঁজ করা একটা আমন্ত্রণপত্র যার ওপরে আবশ্যিক ভাবে লেখা থাকতো 'শুভ বিবাহ'। ভাই একবার মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ...মা, সব কার্ডে 'শুভ বিবাহ' লেখা থাকে কেন? একটাতেও তো অশুভবিবাহ লেখা হয় না কেন? তখন আমরা এতোই ছোটো যে শুভ বা অশুভ কোনো শব্দেরই মানে বুঝতাম না। একটাই রঙিন কাগজকে দুভাঁজ করে তৈরি হয়ে গেল প্যাটপেটে বিয়ের কার্ড। ওপরে কোণের দিকে হলুদের ফোঁটা। তারপর প্রজাপতির লাল বা হলুদ ছবি আঁকা এবং লেখা 'শ্রীশ্রী প্রজাপতয়ে নমঃ' দিয়ে শুরু করে আমন্ত্রণপত্র পরিবারের সবচেয়ে সিনিয়র পুরুষটির জবানীতে। আর চিঠিতে বলা থাকতো আপনি/সবান্ধবে অনুগ্রহ পূর্বক নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।

এই হলো বেশ পয়সাওলা বনেদি ঘরের বিয়ের কার্ড। বড় জোর আট আনা / এক টাকা পিস। এটাই অনেক বাহুল্য ভেবে মাত্রই গুনে গুনে কয়েকটি কেনা হতো। তেমন না-পাত্তা-পাওয়া গরিব আত্মীয় স্বজনকে মুখে বলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তারা 'পত্তর'-এর প্রত্যাশী ছিল না, উল্টে বরং বিয়ের সর্বকাজে উদ্যোগ নিয়ে হামলে পড়ে সামলে দিত সব। বিয়ে হলো, বউভাত হলো, অষ্টমঙ্গল হলো, মিটে গেলো। খানিক খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদ হলো, বহু দিন পর ভালোবাসার লোকজনদের দেখা সাক্ষাৎ। অসীম আনন্দ বুকে পুরে বাড়ি ফেরা।

আর এখন! বিয়ের আগে 'প্রি ওয়েডিং' অনুষ্ঠান, না-না 'সেরিমনি'। অনুষ্ঠান একটা তুচ্ছ কথা। আইবুড়ো ভাতের এলাহি, মেহেন্দী, সংগীত, গায়ে হলুদের নাচা-গানা ডিস্কো বাজনা, বিয়ে কখন হবে দেখতে পাবেন না। চতুর্দিকে তিনশো চুরাশি রকমের স্টলে ঘেরা বাপের জন্মে নাম শুনিনি এমন সব খাবার-দাবারের প্রাক ভোজের স্টল। চা-কফি ও অন্যান্য ড্রিঙ্কস দিয়ে ক্ষিদে চাগানো পর্ব ধুন্ধুমার মিউজিক সমেত। আমরা বাস্তবিক্ই গরিব এবং পুরনো দিনের মানুষ ওইসব ঝিংচ্যাক খাদ্য ও বাদ্যির ভিড়ে ভিড়তে ভয় পেয়ে কোনো স্টলে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। নিজের জামা-কাপড়, ভ্যাবাচ্যাকা চালচলন পেছন দিকের চেয়ারে নিয়ে গিয়ে সেঁটে বসিয়ে দেয়। নট নড়ন নট চড়ন। ফিক্সড্। দয়া করে চেনা কেউ একজন চা-পকোড়া হাতে ধরিয়ে দিয়ে যায়। আসল খাওয়া দাওয়া অন্যত্র—এখন এখানে বসে গাজন দেখো—উৎকট নাচা গানা—কতো কতো টাকা পয়সা উড়ে যাচ্ছে দেখো। সব তোমার রক্তের আত্মীয় হলে কী হয়, ভোগবাদী উচ্ছৃঙ্খলতায় মগ্ন।

শরীর খারাপ সত্যি সত্যি হয়ে যায় অতো চোখ-বেঁধানো আলো, সাজ, সাজপোষাক আর খাওয়া-দাওয়ার মোচ্ছব দেখে। আরো অনেক কিছু ইচ্ছে না থাকলেও দেখে ফেলে কাতরাতে কাতরাতে সত্যি সত্যি বলি—আমার শরীর খারাপ লাগছে রে—বাড়ি যাবো।

তারপর দিনের পর সোসাল মিডিয়ায় দেখতে থাকো তাদের বিভিন্ন পোজে বিভিন্ন দর্শনীয়-অদর্শনীয় পোস্টের র‍্যালা। সব জাঁকজমক সেরে ফেললে পরের প্রজন্ম নতুন আর কি জাঁকজমক আবিষ্কার করবে সেটাই এখন চিন্তার।

(চলবে)

—প্রথম পাতার পর

রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হল বর্ধমানে

সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রাম' শীর্ষক আলোচনা করেন অধ্যাপক আব্দুল কাফি।

সম্মেলনে গোটা রাজ্য থেকে প্রতিনিধি ও দর্শক সহ মোট ৭৬৮জন শিক্ষক অংশ নিয়েছেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য কৃষ্ণ প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সুজিত দাস, মল্লিকা সাহা ও ওমপ্রকাশ পাণ্ডেকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। এদিনই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেছেন সাধারণ সম্পাদক। প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা আলোচনাও শুরু করেছেন। এদিনই বাংলার শিক্ষক আন্দোলন গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরতে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পবিত্র সরকার। এছাড়াও সম্মেলন মঞ্চে দুটি বইও প্রকাশ করা হয়। সম্মেলন মঞ্চ থেকে প্রবীণ শিক্ষকদের সংবর্ধিতও করা হয়।

যে সংবিধানে প্রজাতন্ত্র ও ন্যায় বিচারের কথা বলা আছে তা আজ আক্রান্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। আপনারা শিক্ষক সমাজ। আপনারাই শিক্ষার মাধ্যমে চেতনা আনেন। আপনাদের প্রধান কাজ ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজকে সচেতন করার। কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তিনি এ বি টি এ-র দশম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে পার্বতী মাঠে প্রধান বক্তা ছিলেন। সমাবেশ স্থল স্বল্প পরিসর থাকলেও প্রতিনিধিরা ছাড়া সাধারণ মানুষ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া বিকাশবাবুর কথা শুনতে আসেন।

কার্জনগেটে পুলিশের সভা করতে না দেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন সংবিধান পুলিশকে সে অনুমতি দেয়নি। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও আন্দোলনের জন্য কোনো অনুমতি লাগে না। পুলিশকে জানাতে হয় আইন শৃঙ্খলা দেখার

জন্য। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে বলেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম শেষ করে দিতে চাইছে এই সরকার অযোগ্যদের টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়ে। এই এসএসসি চাকরি দিয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ৮৩৮ জনের। ১১ সালের পর কোনো শিক্ষক নিয়োগ নেই। যেটুকু হয়েছে অযোগ্যদের। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে বেসরকারি কর্পোরেটদের হাতে ছাড়তে চাইছে। কেন্দ্র নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আইন এনে এলিট সমাজের জন্য ব্যবস্থা করছেন। আপনাদের চাকরির নিরাপত্তা নেই। আপনারা সমাজে চেতনা তৈরি করেন। তাই যুগ যুগ ধরে শিক্ষায় আক্রমণ নেমে এসেছে।

সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন বলেন রাজ্যের শিক্ষায় নৈরাজ্য তৈরি করে সমাজের চেতনাকে শেষ করতে চাইছে। করণাকালে জাতীয় শিক্ষা নীতি এনে কর্পোরেটের হাতে তুলে দিতে চাইছে। রাজ্য সভাপতি কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বলেন সংগঠনের ১০২ বছর বয়স। এই সংগঠনকে দমানো যাবে না। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, জ্যোতিষ চর্চা, অপবিজ্ঞান আমদানি করছে। নামকরণ করা হয়েছে তুষার পঞ্চানন নগর এবং ক্ষমা ভট্টাচার্য্য মঞ্চ।

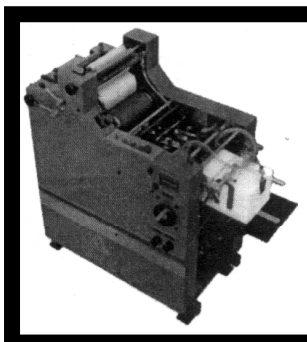

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা